দৈনিক জনকণ্ঠ

24

তারিখ .29.JUN.1997

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক সিনেট অধিবেশন

কাঁটাবন মসজিদ জামায়াতের দখলমুক্ত ও ইনকিলাবে কোন বিজ্ঞাপন না দেয়ার সিদ্ধান্ত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনের প্রথম দিনে দৈনিক ইনকিলাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিজ্ঞাপন না দেয়া এবং কাঁটাবন মসজিদকে জামায়াতে ইসলামীর দখলমুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সিনেট অধিবেশন গতকাল শনিবার বিকাল সাড়ে তিনটায় প্রশাসনিক ভবনের সিনেট কক্ষে শুরু হয়েছে। সিনেটের সভাপতি উপাচার্য আবুল কালাম আজাদ চৌধুরী অধিবেশনের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরে অভিভাষণ প্রদান করেন। উপাচার্যের ভাষণের নানা দিক নিয়ে আলোচনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ১৫ জন সিনেট সদস্য। শনিবারের অধিবেশনে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এগুলো হচ্ছে 'কাঁটাবন মসজিদ উদ্ধার সিনেট কমিটি' গঠন এবং দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিজ্ঞাপন

(১৫ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

কাঁটাবন মসজিদ

(প্রথম পাতার পর)

না দেয়া। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত-শিবিরের কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন কাঁটাবন মসজিদ দখল করে রেখেছে। এখান থেকে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

দীর্ঘ আলোচনা শেষে রাত সাড়ে আটটায় উপাচার্য অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করেন। আজ রবিবার বিকাল সাড়ে চারটায় আবার অধিবেশন শুরু হবে। আজকের অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেট পেশ করা হবে।

উপাচার্য তাঁর ভাষণে বলেন, '৯৭-৯৮ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইন্সটিটিউটের সঙ্গে শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্যান্ডউইচ প্রোগ্রাম, একাডেমিক এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম, যৌথ গবেষণা প্রকল্প এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওভারসিস ট্রেনিং প্রোগ্রাম চালুর মাধ্যমে নবীন ও প্রবীণ শিক্ষকদের উচ্চতর গবেষণার সুযোগ করে দেয়ার দিকটি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা এমন এক সময় এ বাজেট পেশ করছি যখন এ বিশ্ব এই শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে এবং একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণের পথে। আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য যে দায়িত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর বর্তায় তা সাফল্যজনকভাবে সম্পাদনের জন্য আজকে আমাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। উপাচার্য বলেন, শিক্ষার পরিবেশ থাকবে শান্তিপূর্ণ, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, জ্ঞান সৃষ্টি ও বিতরণের ক্ষেত্রে রাখবে তার যথাযথ অবদান।

উপাচার্যের ভাষণের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক সা'দ উদ্দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাকারী হিসাবে দৈনিক ইনকিলাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিজ্ঞাপন না দেয়ার আহ্বান জানান। উপাচার্য বিষয়টি সিনেটরদের সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দিলে অধিকাংশ সিনেটর টেবিল চাপড়ে এটিকে সমর্থন করেন। সিনেটর হাবিবুর রহমান খান তাঁর বক্তব্যে '৭১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের হত্যাকারী জামায়াতের ঘাঁটি কাঁটাবান মসজিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। তিনি এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠনের কথা উথাপন করেন। উপাচার্য জনাব খানকে আহ্বায়ক হবার জন্য অনুরোধ করলে তিনি রাজি হন। শেষ পর্যন্ত নয় সদস্যবিশিষ্ট 'কাঁটাবন মসজিদ উদ্ধার সিনেট কমিটি' গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা হলেন অধ্যাপক সা'দ উদ্দিন, সৈয়দ রেজাউর রহমান, অধ্যাপক শাহাদাত আলী, খ ম জাহাঙ্গীর এমপি, অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম খান ও অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ। এছাড়া উপাচার্যের বক্তব্যের ওপর আলোচনা করেন অধ্যাপক ম. আকতারুজ্জামান, অধ্যাপক মোস্তফা চৌধুরী, অধ্যাপক আ. ফ ম ইউসুফ হায়দার, খ ম জাহাঙ্গীর এমপি, অধ্যাপক আলী আশরাফ এমপি, আখতারুজ্জামান এমপি, খালেদা খানম এমপি, আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া, অধ্যাপক শাহাদাত আলী, নূরুল আমিন বেপারী, হাবিব-উন-নবী খান সোহেল, অধ্যাপক হোসেন মনসুর, মনোয়ার হোসেন রানা, সিরাজুল ইসলাম খান, আবু আহমেদ, সৈয়দ রেজাউর রহমান প্রমুখ। বক্তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস ও সেশনজট নিরসনে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য উপাচার্যের প্রতি আহ্বান জানান। আজ বিকাল সাড়ে চারটায় আবার অধিবেশন শুরু হবে।